অনিতা অগ্নিহোত্রী

## খামার

সূর্যডোবা মেঘে এক আকাশপোত হারিয়ে যায়
সকল সমুদ্র জল তোলপাড় করেও তাকে
পাওয়া গেল না
বসন্তে পরফ গলে। চাষি তার শালগম ক্ষেতে
খুঁজে পায় শিশুর খেলনা, জুতো, হাতঘড়ি
কোটের বোতাম

খামারে লতিয়ে ওঠে মানুষের ঘ্রান,
আকিঞ্চন।

## কঙ্কাল

খড়ের কাঠামো ধরে ভেসে আছি
শীতজল খেয়ে গেছে মাটি, মুকুট,
আছে যা অগলিত, ঢেউ-এর মাথায়
ওঠে নামে, প্রিয় মুখ, অধরে সিঁধুর-মাখা
সন্দেশ, ডুবে গেছে, এ জন্মের মতো।

ওল্টানো ডিঙিটি দূরে, আমি ভেসে আছি
চাঁদ ভেঙে জলে মেশে আত্মকরুণায়।
বহুদূরে দীপ জ্বলে, ও আমার গ্রাম

আমার ঘরনি, আর সন্তান গাঢ় ঘুমে
উষ্ণতায় জানি না কি তীব্র জললে ভেসে
আছি আমি। প্রতিমার কঙ্কাল আমাকে
জড়িয়ে

শীত-কামনায়...

# বঁটি

নেহাত বঁটিতে ধার নেই, নইলে শাঁকালু
কীভাবে চিরে টুকরো হয় দেখা যেত
কলা শসা বাতাবি নেবু আখ
ওই একভাবে কেটে থরে থরে
কলার পাতায় রেখে দেওয়া : টুকরো টুকরো
শুয়ে থাকে অখন্ড, অদ্বৈত পরমারাধ্য
ধারালো বঁটির সামনে সকলেই
নিঃস্তব্ধ কেউ কোনো চিৎকার করে না।
রক্তও ছিট্‌কে আসে না–উল্টে দেখছি
পুরাতন বঁটি, কালো কষ মৃতবৎ
জমে আছে, মনান্তর–দ্রোহ কিছু নেই।
ধার নেই এও এক অর্ধসত্য–
বঁটি পরাঙ্‌মুখ। পরিপূর্ণ সমস্ত শাঁকালু
সারি বেঁধে বসে আছে কাঁসার থালায়
ভয়হীন, নিষ্কলঙ্ক, সাদা। ধারহীন
বঁটি কিছু শঙ্কাপূর্ণ শুয়ে আছে।
গুটি গুটি, নিভবে যাওয়া পিদিমের কাছে।